কর্মজীবী নারীর গার্হস্থ্যকাজের অন্তর্গত মতাদর্শ একটি নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান•

হিলারি স্ট্যানডিং
নভেরা হোসেন অনূদিত

গার্হস্থ্যকাজ ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে। এর আধেয় এবং পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু বস্তুগত শর্তে শ্রেণি এবং সংস্কৃতি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং বিবিধ। নারীর কাছে গার্হস্থ্যকাজ শুধু একরকম নয়; বরং অনন্ত চিরস্থায়ী বোঝার মতো, যা কখনো সম্পন্ন হয় না, কমেও যায় না। গবেষণা কাজে একজন উত্তরদাতা বলেছেন, গার্হস্থ্যকাজ হচ্ছে মহাভারতের কাহিনির মতো। যদিও সকল শ্রেণি ও অবস্থার নারীদের গার্হস্থ্যকাজকে স্থির বা অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিগত বোঝা মনে হয়, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ও দায়িত্বশীলতা এবং অর্থনৈতিক বিষয়টা ভিন্ন ধরনের।

নির্মলা ব্যানার্জি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন (১৯৮৫), বিশেষভাবে দরিদ্র নারীরা গার্হস্থ্যকাজে অংশগ্রহণ করে, যা গৃহস্থালির প্রকৃত আয়ে প্রভাব ফেলে বা গার্হস্থ্যকাজ গৃহস্থালির প্রকৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়; যেমন গোবর প্রক্রিয়াকরণ এবং জ্বালানি দ্রব্য সংগ্রহ। গৃহস্থালির নারীরা এসব সংগ্রহ করে, তা না হলে জ্বালানি ক্রয় করতে হতো। মধ্যবিত্ত নারীদের ভোগের উচ্চমান শ্রমের বিনিময়ে তৈরি হয়। যদিও এটা কম ভারের কাজ, যেমন নানা ধরনের ম্যানু তৈরি করা এবং বাড়ির আরামের জন্য কাজ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে গৃহকর্তার কাজ করার জন্য বিকল্প গৃহশ্রমিক দেখা যায়। গৃহকর্মে গৃহশ্রমিকদের অংশগ্রহণে গৃহকর্ত্রীর গার্হস্থ্যকাজের বিষয় বা আধেয় হয়ত বদলে যায়, কিন্তু তা তাদের গার্হস্থ্যকাজের বোঝা থেকে মুক্তি দেয় না।

ভারতে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, হাউজিং এবং শিশুযত্ন সংক্রান্ত কাজ নারীর গার্হস্থ্যকাজের বোঝাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করে। নানামাত্রার অনেক কাজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কায়িক শ্রমের সমন্বয় দ্বারা গৃহস্থালিগুলোতে সংগঠিত। যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রোগীর সেবা করার মতো অবৈতনিক কাজ। এছাড়াও এই কাজের কিছু ভার বেতনভুক্ত সাহায্যকারীর দ্বারা লাঘব হয়। গার্হস্থ্যকাজের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবেই নারীদের ওপরে বর্তায়। কলকাতার সকল নারী নিম্নপর্যায়ের বা প্রাথমিকপর্যায়ের গার্হস্থ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেন এবং খাদ্য প্রস্তুতের জন্য অবিকশিত বাজার-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেন। গার্হস্থ্যজীবনে শিশু লালনপালন অন্যান্য কাজ থেকে ভিন্ন ধরনের। প্রতিদিনের খাদ্য প্রস্তুত করা, রান্না করা হচ্ছে সবচেয়ে ঝামেলাপূর্ণ এবং ভারী কাজ। বেশিরভাগ নারী দিনে দুবার রান্নার কাজে সময় ব্যয় করেন। দীর্ঘ সময় লাগে সকালে, বিকেল বা সন্ধ্যার পরে একটা ক্ষুদ্র সময় ব্যয় হয় এ কাজে। গৃহস্বামী এবং স্কুলগামী বাচ্চা অনেক সময় বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে যান। পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিন দুটো সম্পূর্ণ খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এ কারণে বেশিরভাগ নারী ভোরে ঘুম থেকে জাগেন। অনেক বিবাহিত নারী সকাল তিনটার দিকে রান্না করে ফেলেন, তবে বেশিরভাগ নারী পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে যান এবং বাইরের অর্থ উপার্জনের কাজে যাওয়ার আগে প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজকর্ম শেষ করে আনেন। দরিদ্র নারীরা সাধারণত গৃহ থেকে দূরবর্তী স্থানের কল বা কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করেন। গবেষক দেখতে পান, ১৯টি গৃহস্থালিতে কোনো পানির ব্যবস্থাই নেই। জ্বালানি দ্রব্যের সংকট এবং ভালো জাতের চুলার অভাব প্রাত্যহিক খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে

• Hilary Standing-এর Dependence and Autonomy: Women's Employment and the Family in Calcutta গ্রন্থের The Domestic Area অধ্যায়ের Negotiating the Housework অংশ।

সমস্যা তৈরি করে। প্রেসার কুকার এবং ফ্রিজ হচ্ছে গার্হস্থ্য জীবনের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক, কেননা এগুলো সময় বাঁচায় আর খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। গৃহ পরিষ্কার করা এবং হাঁড়ি-বাসন ধোয়া মোছা শ্রমসাধ্য কাজ, বিশেষ করে গার্হস্থ্য জিনিসপত্রের বা যন্ত্রপাতির অভাবে এটা আরো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। গৃহস্থালিতে গৃহশ্রমিক নিয়োজিত থাকলে এ কাজগুলো অবশ্যই গৃহশ্রমিকের দ্বারা সংগঠিত হয়।

গৃহস্থালির সদস্যদের শ্রমবিভাজন এবং গার্হস্থ্যকাজে নারীদের দ্বারা প্রতিদিন যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয়, তার তুলনা দ্বারা গৃহস্থালি শ্রমসংগঠনে কার কী ভূমিকা সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারীর এই গার্হস্থ্য কাজের মধ্যে সন্তান লালনপালন এবং গৃহস্থালির অন্যান্য সদস্যের সেবাও অন্তর্ভুক্ত। প্রায় প্রত্যেক নারীই তাদের প্রাত্যহিক কাজের খুঁটিনাটি, কাজের বিভাজন ইত্যাদি একটি সুসংগঠিত রুটিনের দ্বারা সম্পন্ন করে থাকেন এবং সাবলীলভাবে এগুলোর বর্ণনাও করতে পারেন। গবেষক তাঁর কাজে দেখেছেন, দশজন শিক্ষিত নারী পরবর্তী দু'সপ্তাহের কাজের রুটিন আগেই তৈরি করে ফেলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। এ বিষয়টা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, গার্হস্থ্যকাজ ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য দক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন হয়।

গৃহস্থালির শ্রমবিভাজন সংগঠিত হয় এর সদস্যদের মধ্যে, মূলত নারী সদস্য ও গৃহশ্রমিকের মধ্যে, মোটেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে নয়। লিঙ্গের ক্ষেত্রেও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বা আত্মীয় সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠত্ব কাজ ও দায়িত্বের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শাশুড়ি, বড়বোন এবং বড়ো জেঠুর (স্ত্রীর বড়োবোন) অল্পবয়সী মেয়েদের থেকে বেশি দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে, বিশেষ করে রান্নার কাজে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে। এই জাতীয় দায়িত্বপূর্ণ রীতি বা কাজ কর্মজীবী নারীদের (অর্থের বিনিময়ে কাজ) ক্ষেত্রেও বহাল থাকে।

নারী ও পুরুষের সস্তা শ্রম সরবরাহ অর্থাৎ গৃহশ্রমিকের কর্মে নিয়োগ শহরগুলোতে ধীরে ধীরে বাড়ছে। স্বল্পআয়ের গৃহস্থালিগুলোতে সাধারণত গৃহশ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয় না, তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দ্রষ্টব্য। একটি অল্পবয়সী বা তরুণ দম্পতি দুটি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বসবাস করে এবং তাদের সাথে কোনো আত্মীয়স্বজন বসবাস করে না। এই গৃহস্থালির গৃহকর্ত্রী হাসপাতালে আয়ার কাজ করেন। এই দম্পতি হাসপাতালের একটা কোয়ার্টার পেয়ে সেখানেই বাস করেন এবং গৃহকর্ত্রীর স্বামী কাজের পরে সন্তানদের দেখাশোনা করেন। একজন গৃহশ্রমিক তাদের প্রাত্যহিক গার্হস্থ্যকর্ম করে থাকেন। দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা যদি বদলে যায়, সেক্ষেত্রে একজন গৃহশ্রমিক অবশ্যই নিয়োজিত থাকে।

যে সকল গৃহস্থালির মাসিক আয় আটশত টাকা, তারা প্রত্যেকেই একজন ছুটা বা খণ্ডকালীন গৃহশ্রমিক নিয়োগ দিয়ে থাকে। স্বল্পআয়ের গৃহস্থালিতে বাসনকোসন পরিষ্কার করা ও ঘরমোছায় গৃহশ্রমিক দিনের মধ্যে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করে থাকে। উচ্চআয়ের গৃহস্থালিগুলো বান্ধা বা স্থায়ী গৃহশ্রমিক রাখে। গৃহস্থালির কর্ত্রীরা গৃহশ্রমিক নিয়োগ দিলেও তাদের নিজেদের কাজের কমতি থাকে না, সময় থাকে না। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে— প্রথমত, গৃহশ্রমিকেরা তদারকি ছাড়া কাজ করতে পারে না বা করে না। সে কারণে তদারকিতে গৃহকর্ত্রীদের সময় ব্যয় হয়। মেনু তৈরি এবং বাজার করা বয়স্ক নারীদের দ্বারা সংগঠিত হয়। খুব কম গৃহস্থালিতেই হাউজ কিপারকে বিশ্বাস করা হয় গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির গার্হস্থ্য ব্যবস্থার বিস্তার বলতে বোঝায় গৃহশ্রমিক নিয়োগ। দরিদ্র নারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী গার্হস্থ্য কাজ করে থাকে। গৃহশ্রমিকরা গৃহকর্ত্রীদের কাজের সময়ে তেমন প্রভাব না ফেললেও ভারী কাজ ও প্রাত্যহিক ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা থেকে গৃহকর্ত্রীদের রেহাই দেয়। গৃহস্থালি কম্পোজিশন ও জীবনচক্রে, বিশেষ করে নারীদের নিত্যদিনের কাজের বোঝার মধ্যে একটা জটিল সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। অবিবাহিত মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে একমাত্র কর্মজীবী থাকে পরিবারে। কিছুক্ষেত্রে অল্পবয়স্ক কর্মজীবী মেয়েরা নিয়মিত গার্হস্থ্য কাজের জন্য আদরণীয় হয়ে থাকে।

সীতা ও দীপালী মজুমদার দুই বোন (বয়স : মধ্য বিশ-এর কাছাকাছি), সাত সদস্যের পরিবারে মূল উপার্জনকারী। যেখানে একজনের বেশি কন্যা অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত থাকে, সেখানে গার্হস্থ্য দায়দায়িত্ব অভিজ্ঞতা ও বয়সের ওপর নির্ভর করে; এবং গৃহস্থালির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নারীর ওপর অর্পিত হয়। এক্ষেত্রে বড়োবোনের ওপর দায়দায়িত্ব

বেশি থাকে। চব্বিশ বছর বয়স্ক জয়ন্তী টেইলারিংয়ের কাজ করেন, ছাত্র পড়ান এবং সাথে প্রতিদিন চার ঘণ্টার মতো ঘরের কাজ করেন। তাঁর মা অসুস্থ এবং দুটো ছোটবোন ছাত্র পড়ায়।

কর্মজীবী মায়েরা গৃহস্থালিগুলোতে সবচেয়ে বেশি কাজ করে থাকেন। গৃহস্থালির গঠনের ওপর কর্মজীবী মায়েদের কাজের ভার বা দায়িত্ব নির্ভর করে। স্বামী বা ছেলের উপস্থিতি গৃহস্থালিগুলোতে সামান্যই পরিবর্তন ঘটায়। তাঁরা প্রায় কখনোই পুরোপুরি নিয়মিত সাংসারিক কাজের দায়িত্ব নেন না। একক গৃহস্থালিগুলোতে কখনো গৃহশ্রমিক থাকে, আবার কখনো থাকে না। আরতি মজুমদার বত্রিশ বছর বয়স্ক কেরানি, যাঁর স্বামীও কর্মজীবী। তিনি চার বছর বয়সী এক পুত্র সন্তানের মা। তিনি প্রতিদিন সাড়ে সাত ঘণ্টার মতো সময় ব্যয় করেন গার্হস্থ্যকাজে। এছাড়াও সকালে ও বিকালে বাচ্চার দেখাশোনা করেন। তাঁর সন্তানকে সারাদিন দেখাশোনার জন্য আয়া রয়েছে। আরতির স্বামী অফিসের বাইরে বেশিরভাগ সময় কাটান বন্ধুদের সাথে। আরতিকে সাহায্য করার মতো কোনো নিকটাত্মীয়ও নেই। কন্যাসন্তান বড়ো হলে মায়ের কিছুটা সাহায্য হয়। এটা বেশি দেখা যায় দরিদ্র গৃহস্থালিগুলোতে, যেখানে মেয়েরা স্কুলে যায় খুব কম। স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের মায়েরা মেয়েদের ওপর বেশি কাজের বোঝা চাপান না। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা গার্হস্থ্য কাজে সাহায্য করে মায়ের বোঝা কমায়। গৃহে বসবাসরত শাশুড়ি, মা, ননদ বা অন্যান্য আত্মীয় কর্মজীবী নারীদের কাজে সাশ্রয় ঘটান, সাহায্য করেন। অঞ্জলি শাহ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী কেরানি, দুই সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। তিনি দিনে দুই থেকে তিন ঘণ্টা গৃহকর্মে ব্যয় করেন। তাঁর শাশুড়ি ও ভাশুরের বাইশ বছর বয়স্ক বেকার মেয়ে গৃহকর্ম করে, বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। জয়তী দাস তেতাল্লিশ বছর বয়সী নার্স, বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করছে এমন এক মেয়েকে নিয়ে যৌথ পরিবারে বাস করেন। এ গৃহস্থালিতে জয়তীর একজন বেকার ননদ আছেন, যিনি গৃহকর্ম ও রান্নার কাজ করেন। একজন কর্মজীবী নারী পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতা ও বয়সের সুবিধা গ্রহণ করে ননদদের ওপরে গার্হস্থ্যকর্মের কিছু বোঝা চাপিয়ে দিতে পারেন। বিধবা আয়েশা বেগম হাসপাতালের একজন আয়া, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে বসবাস করেন। আয়েশা বেগম ছেলের বউয়ের ওপর গার্হস্থ্যকাজের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। উনসত্তর বছর বয়সী প্রবীণ শিক্ষক সন্ধ্যা চ্যাটার্জি তাঁর ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি-নাতনি নিয়ে বাস করেন। এ সংসারে বিপরীত চিত্র দেখা যায়। তাঁর পুত্র ও রক্ষণশীল পুত্রবধূ তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। সন্ধ্যা চ্যাটার্জির ছেলের বউ গার্হস্থ্যকর্মকে সন্ধ্যা চ্যাটার্জি ও নিজের মধ্যে পাঁচদিন করে ভাগ করে নিয়েছেন। যেসব গৃহস্থালিতে দুই বা ততধিক কর্মজীবী নারী বাস করেন, সেখানে কাজগুলো সকাল, দুপুর, রাত এভাবে বিভাজন করে নেয়া হয়। যেমন কেউ সকালের রান্না করেন, কেউ বিকেলের। যেসব গৃহস্থালিতে অবিবাহিত বোন থাকে, সেখানে গৃহকর্ম ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। যে সকল নারী ফুলটাইম গৃহশ্রমিক নিয়োগ দিতে পারেন, তাঁরাও গৃহ ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে থাকেন। পাঁচজন কর্মজীবী বোন মাসের মধ্যে শ্রম বিভাজন করে নিয়েছেন, কে কোনদিন কাজ করবেন। তাঁরা এটাকে চেঞ্জ অব মিনিস্ট্রি অ্যাখ্যা দেন। গৃহস্থালিতে স্বামীর অনুপস্থিতি ভিন্ন প্রেক্ষিত তৈরি করে দেয়। ভিন্ন প্রেক্ষিত শুধু কাজের ক্ষেত্রেই ঘটে না, চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক ভিন্নতা তৈরি হয়।

যেসব গৃহস্থালিতে বয়স্ক বেকার পুরুষ থাকেন, তাদের চেয়ে বেকার স্ত্রী ও মায়ের কাজ অনেক বেশি থাকে। একজন শ্বশুর হয়ত তাঁর নাতিকে দেখাশোনা করেন গার্হস্থ্যকাজ করার চাইতে। কর্মজীবী নারীরা দিনের একটা বিরাট অংশ গৃহকর্মে ব্যয় করলেও এক্ষেত্রে তাঁরা গৃহবধূদের চেয়ে কম সময় ব্যয় করেন। গৃহবধূরা দিনে গড়ে সাড়ে সাত ঘণ্টা গৃহকর্মে ব্যয় করেন। কর্মজীবী নারীরা ছুটির দিনে কাজের সমন্বয় ঘটান। কর্মব্যস্ত দিনে কর্মজীবী নারীরা যাতায়াতের জন্য উপচে পড়া বাসের ওপর নির্ভর করেন। এঁরা কমসময়ে রান্না করার চেষ্টা করেন এবং সংক্ষেপে কাজ করার চেষ্টা করেন। অনেকে রান্নার আইটেম কমিয়ে ফেলেন, কাপড় ধোয়া ও পরিষ্কার করার কাজকে সংক্ষেপে শেষ করেন। অনেকে তাঁদের গৃহস্থালি কাজকে সেল্ফহেল্প বা যাঁর যাঁর তাঁর তাঁর বলে মনে করেন। রবিবার এবং ছুটির দিনে ভারী কাজ করা হয়। এ দিনকে কেচআপ বলা হয়, যা অন্য দিনে সম্ভব হয় না। গার্হস্থ্যকাজে পুরুষের উপস্থিতি সাময়িক বা বিক্ষিপ্ত। বাজার করাটা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যা আবার ঐতিহাসিকভাবে নারী-পুরুষ, ঘর-বাহির বিভাজনের সাথে যুক্ত। এই মতাদর্শে বাজার করা একটা পুরুষালি কাজ। গৃহের কর্তা ও ছেলে বাজার করা, ছোটখাটো কেনাকাটা এবং রেশন তোলার কাজ করে থাকেন।

অনেক গৃহস্থালিতে কখনো ঘরের বাইরে থেকে পানি আনতে হয়। একজন মানসিকভাবে অসুস্থ এবং বেকার স্বামী বাড়িতে রান্না করেন। গবেষণায় দেখা যায়, পাঁচজন স্বামী বা বয়স্ক ছেলে মাঝেমাঝে রান্না করেন মা অসুস্থ থাকলে বা অনুষ্ঠানের সময়। একজন গৃহকর্তা নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করেন। কয়েকজন বাবা ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেয়া করেন। এগারটি গৃহস্থালিতে মেয়েরা বাইরের কাজ করেন না। এসব বাড়িতে আবার গৃহকর্তারা ঘরের কোনো কাজই করেন না। মেয়েরা যখন পূর্ণ দিবস বাইরে কাজ করেন, তখনই কেবল পুরুষরা কিছুটা পারিবারিক শ্রমে হাত লাগান। মেয়েরা মনে করেন, পুরুষদেরও ঘরের কাজগুলো সমান দায়িত্ব নিয়ে করা উচিত। দুজন নারী মনে করেন, ছেলেদের গৃহস্থালির কাজ করা উচিত না। এঁদের মধ্যে একজন ছেলে বা স্বামীকে গৃহস্থালিতে কাজ করতে উৎসাহ দেন না, কারণ তিনি মনে করেন তাঁরা এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য নন। বাকি প্রত্যেকেই মনে করেন, ছেলেদের কিছুটা অংশ নেয়া উচিত ও সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এটা কেন ঘটে না, তা জানতে চাইলে মেয়েরা বলেন স্বামীর সময় নেই বা তাঁদের কাজ তাঁদেরকে এত ব্যস্ত রাখে যে ঘরের কাজ করার সময় হয় না। এ ধরনের সময়ের স্বল্পতা কর্মজীবী নারীদেরও রয়েছে। মেয়েদের সময়ের চেয়ে পুরুষদের সময়কে মতাদর্শিকভাবে মূল্যবান মনে করা হয়। ছেলেরা কেন গার্হস্থ্য কাজ করেন না এ বিষয়ে আরো ধারণা আছে যে, মেয়েরা ছেলেদেরকে কাজ করতে বাধা দেন বা নিরুৎসাহিত করেন ও এটা মেয়েদের কাজ বলে মনে করেন। নববিবাহিত পুরুষ, বিশেষ করে যাঁরা গার্হস্থ্যকাজে কিছুটা অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা অন্যান্য পুরুষের দ্বারা হাসি-ঠাট্টার পাত্র হন। তাঁদেরকে বউঘেঁষা, মেয়েদের কাজ করে এমন মনে করা হয়। গৃহস্থালির কর্তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, গার্হস্থ্যকাজকে তাঁরা কীভাবে দেখেন। বেশিরভাগ স্বামী দাবি করেন, তাঁরা যথেষ্ট কাজ করেন তবে সেটা হচ্ছে বাজার করা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত। রীতা মুখার্জির স্বামী বলেন (রীতা একটা সরকারি অফিসে সাত ঘণ্টার মতো সময় চাকরিতে ব্যয় করেন ও ছয় ঘণ্টা গার্হস্থ্য কাজ করেন), আমি শুধু বাজার এবং নিত্যদিনকার কেনাকাটা করি। আমি কোনো ঘরের কাজ করি না, কেননা আমি কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ করি, যেমন ফটোগ্রাফি। অনেক স্বামী ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাথে কতক্ষণ কাটান, সে বিষয়ে অসচেতন। আরতি মজুমদারের স্বামী বলেন, আমি যখন বাড়িতে থাকি তখন আরতি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু আমি যখন থাকি না তখন সে কী করে সেটা তো আমি জানি না। একটি গৃহস্থালিতে স্বামী-স্ত্রী দুজনই ব্যাংকে কাজ করেন, কিন্তু স্বামী সপ্তাহে বারো ঘণ্টা বন্ধুদের সাথে কাটান। অনেক পুরুষের গার্হস্থ্যকাজ বিষয়ে ধারণা আছে, কিন্তু তাঁরা এটাকে নীচু কাজ মনে করেন। গৌরী সেনের স্বামী বলেন, গৌরী দিনে দু'ঘণ্টা ঘরের কাজ করে, এক পুত্র ও অন্যের সাহায্য ছাড়া। অন্যদিকে গৌরী বলেন, তিনি কর্মদিবসে দশ ঘণ্টা ও ছুটির দিনে ছয় ঘণ্টা কাজ করেন।

একজন স্বামী মতামত জানিয়েছেন যে, স্ত্রী যখন বাইরে কাজ করতে যায় তখন গার্হস্থ্যকাজ স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে হবে; কিন্তু সমবণ্টন কিছুতেই সম্ভব নয়। একজন স্বামী বলেন, রান্না ও বাচ্চা দেখাশোনা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়; এগুলো মেয়েদের কাজ। আরতি মজুমদারের স্বামী বলেন, আমার মনে হয় আমি বেশি কাজ করি। আমি গৃহের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করি। আমি টাকা উপার্জন করছি। আমি যদি সেটা না করতাম, তাহলে গৃহস্থালিই টিকত না। আমি আমার বেশিরভাগ সময় টাকা রোজগারের পেছনে ব্যয় করি। তাঁর স্ত্রীর পূর্ণ দিবসের কর্মজীবিতা এক্ষেত্রে অদৃশ্য থেকে যায়। তিনি মূলত একজন গৃহবধূ, এখানেই তাঁর কাজ নিহিত। তাঁর স্বামী বলেন, একজন নারী যদি বাইরে কাজ করে সেটা সাহায্যকারীর ভূমিকা রাখে। স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের উপার্জন কোনোভাবেই তাঁদের নিজেদের উপার্জনের মতো প্রয়োজনীয় নয়। অবসরপ্রাপ্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী কাজ করলেও স্বামী আধিপত্যকারীর ভূমিকা রাখেন। অনেক স্বামী বাজেট তৈরি, গৃহশ্রমিকদের দেখাশোনা এবং কদাচিৎ রান্নাও করে থাকেন। নারী সদস্যদের উপার্জনের বিষয়ে গৃহস্থালির পুরুষ সদস্যদের মত হচ্ছে, কর্মজীবী নারীরা গৃহস্থালি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে না এবং অনেকসময় ছেলেমেয়েদের দেখার সময় পায় না।

কর্মজীবী নারীর জীবনে শর্টকাট বিষয়টা খুব জোরালো। কর্মজীবী নারীরা বলেন, আমরা কখনো মজাদার খাবার খেতে পারি না এবং সময়ের অভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারি না। অনেক সময় সন্তান যত্ন পায় না। এসব যুক্তির কারণে কর্মজীবী নারীরা স্বামীর কাছে খুব কমই সাদরে গৃহীত হন বা সাহায্য পান। এছাড়া অন্য পুরুষ সদস্যরা খুব কমই সাহায্য করে থাকেন। নারীরা অর্থের বিনিময়ে লোক রেখে সাহায্য নিয়ে থাকেন। আর সাহায্য না পাওয়া গেলে মেয়েরা একাই কাজ করেন।

বাঙালি সমাজে নারী ও পুরুষদের উপযুক্ত স্থান ও কর্ম বিষয়ে জোরালো ও পোক্ত মতাদর্শ বিরাজ করছে। মতাদর্শিক জগতে নারী ও পুরুষের শ্রম বিভাজন সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ ঘরের কাজ নারীর এবং বাইরের কাজ পুরুষের। পুরুষের সময় কাটানোর স্থান হচ্ছে বাইরের চায়ের দোকান, মুদি দোকান; যেখানে প্রাঞ্জল আড্ডা হয়, আলোচনা হয়। মধ্যবিত্ত পুরুষরা একে অন্যের বাড়িতে যান এবং একটি সুনির্দিষ্ট স্থান, যেমন বারান্দা বা বসার ঘরে বসেন। স্ত্রী ও মেয়েরা তাঁদের আপ্যায়ন করতে পারলেও সেই আড্ডায় অংশ নিতে পারেন না। নারীদের বাড়তি সময় কাটে গার্হস্থ্য রুটিনের আবর্তে, যেমন রান্না, সেলাই ইত্যাদি কাজ করে।

সমাজতাত্ত্বিকদের কাজ থেকে ব্রিটেনের গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানা যায়। তাঁদের মতাদর্শে গৃহ হচ্ছে বিবাহিত দম্পতিদের জন্য। গৃহ হচ্ছে স্বতন্ত্র জায়গা, সেখানে আবার নারীর জন্য স্বতন্ত্র জায়গা রয়েছে। এ ধরনের ধারণা কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। গার্হস্থ্যশ্রম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একজনের বিকল্প হিসেবে আরেকজন নারীকেই সে জায়গা পূরণ করতে হয়। পুরুষ কখনো সে জায়গা পূরণ করতে পারেন না এবং এক্ষেত্রে গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় কোনো নব কাঠামোকরণ হয় না লিঙ্গের ক্ষেত্রে। স্বামী ও ছেলেরা সবসময় একই ভূমিকায় থাকেন, স্ত্রী ও বোনদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেন। অনেকক্ষেত্রে পুরুষরা কোনো দায়িত্বই পালন করেন না, এমনকি বিশেষ দিনেও না। প্রধান শিক্ষক আরতি শাহ একটি অল্পবয়স্ক ছেলে ও স্কুল শিক্ষক স্বামীকে নিয়ে বসবাস করেন এবং স্বামীর চেয়ে বেশি রোজগার করেন। তিনি সকাল ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত স্বামী, সন্তানকে তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন। তিনি মনে করেন, তাঁর স্বামী গৃহের সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা তৈরি করেন বেশি।

হান্ট (১৯৮০)-এর গবেষণার সাথে বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি ব্রিটিশ পরিবার নিয়ে কাজ করেছেন এবং রল্ডান (১৯৮৫) কাজ করেছেন ম্যাক্সিকো শহরের প্রলেতারিয়েত শ্রেণির মধ্যে। দুজনেই তাঁদের গবেষণায় বিরাজমান লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে মতাদর্শিক বিনির্মাণের গুরুত্বের কথা বলেন। নারীরা তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ে অভিযোগ জানান। একজন বেকার ননদের ভাইয়ের স্ত্রী জানান, আমার স্বামীর ছুটির দিন আছে, কিন্তু আমার নেই। আমি সারাবছরই কাজে নিযুক্ত, এটিকে প্রকৃতির নিয়ম মনে করাতে বিষয়টির বোঝা আরো দুরূহ হয়ে উঠেছে।

একটা স্তরে দেখা যায়, গার্হস্থ্যকাজ বিষয়ে সকল শ্রেণির মানুষের মতাদর্শই প্রায় একই রকম। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে দেখা যায়, শ্রেণিগতভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। গার্হস্থ্য জীবন শুধু কাজকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় না, বরং নারী ও পুরুষ কী ধরনের মূল্যবোধ ধারণ করবে এবং কীভাবে নিজেদের প্রকাশ করবে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়। মতাদর্শের ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানে দেখা যায়, গার্হস্থ্য মতাদর্শ শ্রেণি গঠনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দিয়েছে এবং লিঙ্গীয় মতাদর্শকে বিনির্মাণ করেছে; যা বাঙালি এবং অন্যান্য প্যান ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে তৈরি হয়েছে ভিক্টোরিয়ান মূল্যবোধ থেকে। এই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ বিনির্মাণ বা একীভবন শহুরে বাঙালিদের বস্তুগত অবস্থার মৌল বিষয়ের পার্থক্যের সাথে অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজের তুলনার মাধ্যমেই ঘটেছে। এই সমন্বয় বাঙালি মতাদর্শে স্বতন্ত্র গার্হস্থ্যজীবনের ধারণা এবং একই সাথে সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজের সাথে কিছু সাদৃশ্যও তৈরি করে দিয়েছে।

বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী মনীষা রায় বলেন, ভারতীয় নারী আদর্শগত ভূমিকার চেয়ে ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নারী বিষয়কে ধারণ করে, যা একটি আরোপিত ভূমিকা (রায় ১৯৭৫), একটি সন্দেহমূলক প্রপঞ্চ ও সমাজতাত্ত্বিক ধারণার সাথে সাংস্কৃতিক নির্মাণের যৌগ। রায় ভারতীয় লিঙ্গীয় সাংস্কৃতিক নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্থক্যগুলো তুলে ধরেছেন। একজন নারী কম-বেশি স্ত্রীজাতীয় নন, তিনি পুরোটাই স্ত্রীজাতীয়, কেননা তিনি একজন বিশুদ্ধ নারী। একজন নারী কতটা ফেমিনিন এবং আকর্ষণীয়, তা নির্ভর করে তিনি তাঁর জীবনচক্রে কী ভূমিকা রাখেন এবং কীভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন (প্রাগুক্ত, ২২১)। লিঙ্গ ধারণা মূলত তত্ত্বায়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং এক লিঙ্গ অন্য লিঙ্গ থেকে কী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, সেগুলোই মূলত বিশেষ লিঙ্গকে নির্মাণ করে। এটি বিরাজমান আরোপিত মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণাকে বাতিল করে দেয় না বা সমসাময়িক অভারতীয় লেখালেখির প্রভাবকে অস্বীকার করে না। কিন্তু আধিপত্যশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণকে তুলে ধরে। এভাবে একজন ভালো স্ত্রী ও মা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেন। এই দায়িত্ব সবসময় নারীকে একা বহন করতে হয় না, কিন্তু তাঁকে নিশ্চিত করতে হয় যে তিনি

ভালোভাবে সেটা সম্পন্ন করেছেন। প্রত্যেক স্বামীর কাছ থেকেই এ ধরনের মতামত পাওয়া গেছে। স্ত্রীর কাছ থেকে সবসময় কী প্রত্যাশা করেন জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, গৃহকে ভালোভাবে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা এবং পরিবারের প্রতি সহনশীল থাকা একজন স্ত্রীর জন্য দরকারি। এছাড়াও ব্যক্তিগত গুণ, যেমন শারীরিক সৌন্দর্য স্ত্রীর কাছ থেকে কামনা করা হয়।

কর্মজীবী নারী ও গৃহবধূ নারীদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকে। ইউরোপিয়ান কর্মজীবী ও গৃহবধূ নারীদের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। কর্মজীবী নারীদের গার্হস্থ্যকর্ম বিষয়ে স্বামীদের অভিযোগ রয়েছে যে, তারা ঠিকভাবে গার্হস্থ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে না, দায়িত্ব পালন করে না, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল থাকে না। চৌত্রিশ বছর বয়স্ক টেলিফোন অপারেটর আশা গাঙ্গুলি বলেন, আমার স্বামী ও আমি সবসময় দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি। আমার স্বামী মনে করেন, আমি আমার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করি না, সন্তানদের দেখাশোনা করি না। আশা গাঙ্গুলি বলেন, সাধারণভাবে আমার সন্তানরা অসুস্থ হলে স্বামী তাদের দেখাশোনা করে। আমি আমার সন্তানদের সাথে ততটা যুক্ত নই। আমি যদি তাদের বেশি সময় দেই, তাহলে অন্যান্য কাজে ব্যাঘাত ঘটে, যেমন নারী সংঘ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আশা তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারে দৃঢ় এবং তিনি নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। ফলে তিনি খারাপ স্ত্রী হিসেবে পরিচিত, যিনি একজন ভালো মা নন। তবে তিনি তাঁর নিজের যোগ্যতা বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। তাঁর ব্যর্থতা দেখা হয় সংগঠনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে নয়। বাঙালি নারীরা লিঙ্গীয় মনস্তাত্ত্বিক মতাদর্শ এবং মাতৃত্ব ধারণা দ্বারা জর্জরিত, যা মা বা নারী চরিত্রকে প্রকাশ করে। দেখা যায় যে, নারীশ্রমকে যৌন শ্রমবিভাজনের দ্বারা আলাদা করা হয়; কিন্তু এর কোনো সঠিক কারণ নেই। এটা যৌন ভিন্নতার সাথে সংযুক্ত নয়। যেসব মেয়ে কাজে যুক্ত হন, তাঁরা দক্ষ সংগঠকে পরিণত হন। এটা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁদের দ্বিগুণ ভার বহন করতে হয়; এবং এতে পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজের মতোই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

মায়েরা বাচ্চার সবচেয়ে ভালো দেখাশোনা করতে পারেন, মধ্যবিত্তীয় মূল্যবোধে এরকম ধারণা রয়েছে। দীপা ভট্টাচার্য একজন স্কুলশিক্ষক, কিশোর বয়সী এক ছেলেকে নিয়ে বসবাস করেন। তিনি বলেন, ছেলেকে কাজের লোকের হেফাজতে রেখে যেতে ভয় হয়। দীপা বলেন, কর্মজীবী নারীদের সন্তানরা মায়ের জন্য লালায়িত থাকে এবং সঠিক যত্ন পায় না; যা অন্য কোনো নারী-আত্মীয়ের দ্বারা পূরণ হওয়ার নয়। গৃহশ্রমিকদের দ্বারা সন্তান লালনপালনে মাতৃত্বজনিত কাজের অনুশীলনে বিভাজন ঘটে।

গার্হস্থ্যকাজ এবং অর্থযুক্ত ও অর্থবিযুক্ত কাজের সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং শ্রেণিনির্দিষ্ট। এ আলোচনায় মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের গার্হস্থ্যজীবনের মতাদর্শের মূল খুঁজতে গিয়ে গৃহবধূ ধারণার বিকাশ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। একটি বদ্ধ লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন নারীদের এ বিষয়ের সাথে যুক্ত করেছে ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যেখানে পুরুষ বাইরের পৃথিবী ও গণজীবনের সাথে যুক্ত। নারীদের কর্মে যুক্ততা এই শ্রম বিভাজনে খুব কম প্রভাব রেখেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির কর্মজীবী নারীদের নারী-আত্মীয় এবং গৃহশ্রমিক সহকারী হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে দরিদ্র নারীরা বয়স্ক সন্তান ও প্রতিবেশীদের থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে। কর্মজীবী নারীকে, বিশেষ করে মাকে, দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয় সর্বত্র। বাঙালি নারী ও পুরুষের ভূমিকা সাংস্কৃতিকভাবে বিনির্মিত, সুনির্দিষ্ট। নারীর দ্বৈত ভূমিকার আধেয় ও অর্থ বিশ্বজনীনভাবে এবং পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা গ্রহণীয় নয়। এক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

নভেরা হোসেন কবি ও নৃবিদ। noverahossain@yahoo.com।

উৎস

Standing, Hilary: *"Dependence and Autonomy: Women's Employment and the Family in Calcutta"*, Routledge, London & New York, 1991.